শহর ও জেলার খবর

গড়িয়াহাটে অগ্নিকান্ডের পর ত্রিপলবিহীন হকারদের কেনাকাটা চলছে। — জয়ন্ত ভট্টাচার্য

বেয়ার গ্যারেটের হাত ধরে বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে আসার সম্ভাবনা খড়গপুরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২৮ জানুয়ারি— বিশ্বের দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের শিরোপা একদিন ছিল খড়গপুরের। বেশ কিছুদিন হল সেই মর্যাদা হারিয়েছে রেল শহর। এবার ৯০ বছরের এক 'বৃদ্ধ'-এর হাত ধরে বিশ্ব পর্যটনের মানচিত্রে স্থান করে নিতে চলেছে খড়গপুরে। সেইজন্যে আবারও রেল। বিশ্ব পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে ১৯২৯ সালে তৈরি বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী বাষ্পচালিত ইঞ্জিন বেয়ার গ্যারেট।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে সংক্ষেপে বিএনার (বর্তমানে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে)-এর কাছে ৩২টি বেয়ার গ্যারেট বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ছিল। একটি ইঞ্জিন রয়েছে দিল্লির রেল মিউজিয়ামে, অন্যটি খড়গপুরের রেল ওয়ার্কশপে। দিল্লির ইঞ্জিনটি শুধুমাত্র দর্শকদের দ্রষ্টব্য। আর খড়গপুর রেল ওয়ার্কশপের এই বেয়ার গ্যারেট রীতিমত চলমান। ২০০৬ সালে 'হেরিটেজ রান' হিসাবে হাওড়া থেকে মেচেদা অব্দি চালানো হয়েছিল এই ইঞ্জিনটিকে। সম্প্রতি খড়গপুর ও মেদিনীপুর শহরের মধ্যে চালানোর চেষ্টা করা হয়। রেল চাইছে হেরিটেজ ট্রেন হিসাবে এটিকে নিয়মিত খড়গপুর থেকে শালবনী এবং খড়গপুর ও রূপসার মধ্যে চালাতে।

সোমবার খড়গপুর রেল ওয়ার্কশপে বিশ্বের বৃহত্তম ওসবচেয়ে শক্তিশালী বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা দেখতে লোকোমোটিভ ক্লাব অব গ্রেট ব্রিটেনের ১৭ সদস্যের একটি দল খড়গপুরে আসে। এই দলের সদস্যরা স্কটল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার। এই পর্যটকদের সঙ্গী দিল্লির একটি ভ্রমণ সংস্থার সদস্য অমিত চোপড়া বলেন, এই ক্লাবের সদস্যরা সারা বিশ্বে পুরনো ও হেরিটেজ ট্রেন দেখেন। দক্ষিণ পূর্ব রেল খড়গপুরে যে বেয়ার গ্যারেট বাষ্পচালিত ইঞ্জিনটিকে চালু করেছে আজ সেটিকে দেখার জন্যই এদের খড়গপুরে আসা। এদের কয়েকজন এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় বিদ্ধ লিখে সারা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। অমিতের আশা, এর ফলে কালকা বা দার্জিলিংয়ে ন্যারো গেজ হেরিটেজ ট্রেনে চাপার জন্য যেমন পর্যটকরা ভিড় জমান সেরকম খড়গপুরেও ব্রড গেজ হেরিটেজ ট্রেনে ওঠার জন্য উৎসাহী পর্যটকরা ছুটে আসবেন। বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে খড়গপুর স্থান করে নেবে।'

স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় বাড়ি ক্যারনের। তিনি বললেন, চোখের সামনে দৈত্যাকার ই ইঞ্জিনকে শান্টিং করতে দেখা বিস্ময়কর। ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রির স্মারক এই ট্রেন ইঞ্জিন। একে রেললাইনে আবার সচল করার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদেরও। আরেক বিদেশী পর্যটকের কথায়, ছোটোবেলায় বাড়ি থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরের স্কুলে যাওয়ার জন্য বাষ্পচালিত ইঞ্জিনে টানা ট্রেনে চেপে বসতাম। আজ খড়গপুরে এসে ছোটোবেলার সেই দিনগুলোয় ফিরে গেলাম। ধন্যবাদ ভারতীয় রেল। ধন্যবাদ খড়গপুর।

রেলের হাত ধরে পর্যটনের এক নতুন আকাশ যখন উন্মোচিত হতে যাচ্ছে তখন কি ভাবছেন জেলার পর্যটন বিভাগ। পর্যটনের দায়িত্বে থাকা জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক অয়ন নাথ বলেন, রেল রাজ্য সরকারের সাহায্য চেয়ে যদি কোনো প্রস্তাব পাঠায়, রাজ্য যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে আমাদের কাছে পাঠা, তাহলে অবশ্যই আমরা বিবেচনা করব।'

সোমবার বিদেশী পর্যটকদের সফর নতুনভাবে আশান্বিত করেছে রেলকে। এখন অপেক্ষা সেদিনের যেদিন জঙ্গলমহলের শাল-পিয়ালের জঙ্গল চিরে, সোনালী ধান খিতের বুকে দাপিয়ে অমিত বলশালী বেয়ার গ্যারেট সওয়ার হবেন দেশ ও বিদেশের পর্যটকেরা।

নাবালিকার বিয়ে রুখল চাইল্ডলাইন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ জানুয়ারি– ভাতার থানা এলাকার এরুয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির এক ছাত্রী জানুয়ারি মাসে শুধু দু'দিন স্কুলে হাজির হয়েছিল। তারপর থেকে আর কোনও খোঁজখবর ছিল না ওই ছাত্রী। হঠাৎ করে কেন বান্ধবী স্কুল কামাই করছে তা বুঝে উঠতে পারছিল না সহপাঠিনীরা। তারা সন্দেহের কথা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানালে তাঁরা চাইল্ডলাইনের সঙ্গে কথা বলেন। সোমবার চাইল্ডলাইনকে সঙ্গে নিয়ে ওই ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে জানতে পারেন যে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এরপরই তাঁরা তার বাবা-মাকে জানান নাবালিকার বিয়ে দেওয়া অপরাধ। এরপরই নাবালিকার অভিভাবকরা বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৮ বছর বয়স হওয়ার পর বিয়ে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

২৪ ঘন্টার মধ্যে এসএসসির মেধাতালিকা প্রকাশ না করলে জেলের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি– এসএসসি'র নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার মেধা তালিকা প্রকাশ করতে হবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে। তা না করা হলে জেলে যেতে হবে স্কুল সার্ভিস কমিশনের সচিবকে। সোমবার বিচারপতির এমনই ভৎর্সনার মুখে পড়েন এসএসসি সচিব। এদিন কলকাতা হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলায় এসএসসির সচিব হাজির হয়েছিলেন। উল্লেখ্য ২০১৬ সালের এসএসসি'র নবম ও দশম শ্রেণীর নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ পায় ২০১৮ সালের মার্চে। প্রার্থীদের একাংশের অভিযোগ পরীক্ষার মেধাতালিকা প্রকাশিত না করে সরাসরি প্যানেল প্রকাশ করেছে এসএসসি যা আইনত বৈধ নয়। মেধা তালিকা প্রকাশের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন চাকরি প্রার্থীদের অনেকেই। গতবছর আদালত রায় দিয়েছিল, চার সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের দাবি মেনে মেধা তালিকা প্রকাশ করতে হবে এসএসসিকে। কিন্তু বিচারপতির এই নির্দেশের পর তিন মাসের বেশি সময় কেটে গিয়েছে তাও মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। মেধা তালিকা প্রকাশিত না হওয়ায় এদিন এসএসসির সচিবকে আদালত অবমাননার অভিযোগে কোর্টে তলব করেন বিচারপতি। এদিন আদালতে হাজিরা দেন সচিব। সেখানে সচিব দাবি করেন, আদালতের নির্দেশ মেনে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে যদিও এর তীব্র বিরোধীতা করেন মামলাকারীদের আইনজীবী। তিনি সাফ জানান মেধা তালিকা প্রকাশের কথা এসএসসি কোনভাবেই জানায়নি। এরপরেই বিচারপতির তিরস্কারের মুখে পড়েন এসএসসি'র সচিব। বিচারপতি প্রশ্ন করেন যদি মেধা তালিকা প্রকাশ করে থাকেন তাহলে তা মামলাকারীদের জানাননি কেন? ২৪ ঘন্টার মধ্যে মেধা তালিকা প্রকাশ না করতে আদালত অবমাননার দায়ে আপনাকে জেলে পাঠাবো।

দক্ষিণাপণে মধ্যপ্রদেশ সরকারের বিপণি 'মৃগনয়নী' প্রকাশ করল ২০১৯ সালের ক্যালেন্ডার। সংস্থার শাড়ি, হ্যান্ডলুম ও হ্যান্ডিক্রাফটের সম্ভার ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয়।

দাদা হুজুরের নামে বিশ্ববিদ্যালয়, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের দাবি করলেন আব্বাস সিদ্দিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি– দেশের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির প্রতিবাদ সহ একগুচ্ছ দাবি আদায়ে আগামী ৩১ জানুয়ারি মহানগরী কলকাতাতে সমাবেশ করবে ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাতুল জামাত। এই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন পীরজাদা মওঃ মহাঃ আব্বাস সিদ্দিকী আলকোরাইশী। ৩১ তারিখের এই ঐতিহাসিক সমাবেশ থেকে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও সাম্প্রদায়িক ভেদ রাজনীতির বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হবে। ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাতুল জামাত মনে করে, দেশ এখন চরম সংকটে। এর ফলে মানবতা ধ্বংস হচ্ছে। তাদের দাবি, দেশের এই পরিস্থিতির কথা ভেবেই তারা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছে।

সোমবার প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আব্বাস সিদ্দিকী দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দলিত, মুসলিম, আদিবাসী এবং পিছিয়ে থাকা মানুষের সমস্যা, কৃষকদের ন্যায্য মূল্য , মদ , পণপ্রথা এবং মূল্যবৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে সরব হন তিনি। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা নওসাদ সিদ্দিকী, রাইজিদ আমিন ,সামসুর আলি মল্লিক প্রমুখ। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সিদ্দিকীর বক্তব্য, অবিলম্বে আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে। এর জেরে সাধারণ মানুষ চরম সমস্যার মধ্যে পড়েছেন।

অবিভক্ত বাংলার খ্যাতনামা পীর স্বাধীনতা সংগ্রামী আবুবকর সিদ্দিকীর কথা উল্লেখ করে আব্বাস সিদ্দিকী বলেন, দুই বাংলায় অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন তিনি। বর্তমান

বাংলায় প্রথম গ্রামীণ হাসপাতালও তৈরি করেন দাদাহুজুর নামে পরিচিত আবুবকর। এই যুগপুরুষের নামে ফুরফুরার জাঙ্গিপাড়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পাশাপাশি দাদাহুজুরের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ হাসপাতালটিকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করার দাবিতেও সরব হন আব্বাস সিদ্দিকী। একইসঙ্গে ওয়াকফ সম্পত্তি এবং ফুরফুরা শরীফ উন্নয়ন পরিষদ নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিও রেখেছেন তিনি ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, বর্তমান সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে ফুরফুরা উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছে। কিন্তু এই পর্ষদ সম্পর্কে কোনও কিছুই অবহিত নয় মুসলিম সমাজ। তাদের দাবি, মুসলিম সমাজ উন্নয়ন পর্ষদ নতুন করে গঠন করে ফুরফুরা শরীফের্ প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাতুল জামাতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সরকারকে অবিলম্বে ওয়াকফ সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে। পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধানকে সর্বস্তরে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি রাখা হয়েছে সংগঠনের পক্ষে। আব্বাস সিদ্দিকীর অভিযোগ, মাদ্রাসা শিক্ষাকে ক্রমশ বেহাল দশার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে তিনি জানান, হুগলিতে হাজি মহম্মদ মহসিনের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এই মাদ্রাসা চালু করার জন্য জেলাশাসকের কাছে দাবি করা হলেও কোনও কিছু হয়নি বলেও অভিযোগ তাঁর। পাশাপাশি এক পরিবার এক চাকরি, বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর দাবিতেও সরব হয়েছেন আব্বাস সিদ্দিকী।

ভোটে আর ব্যালট বাক্স দেখা যাবে না

নারায়ণ দাস

ইভিএমের বদলে ব্যালটে ভোট হওয়ার সম্ভাবনা আর নেই বলে জাতীয় নির্বাচন কমিশন বলে দেওয়ার পর বিরোধীরা হয়তো এই দাবি আর তুলবেন না মুখ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে বরং ইভিএমগুলি ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভোট কেন্দ্রগুলিতে ব্যবহার যাতে করা হয় তার দাবিই জামাতে পারেন তাঁরা । কারণ অতীতে এই মেশিনে ভোট নিয়ে কারচুপির অভিযোগ এনেছেন বিরোধীরাই। উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা এবং গুজরাতের ভোটে ইভিএমে ভোট নিয়ে অব্যবস্থার অভিযোগও রয়েছে।

সম্প্রতি যে পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন হয়ে গেল সেখানেও ইভিএমে ভোট গ্রহণ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ জমা পড়েছে নির্বাচন কমিশনে। সম্প্রতি কলকাতার ব্রিগেডে তৃণমূলের যে জনসভা হয়ে গেল সেখানে সর্বভারতীয় অবিজেপি নেতারা অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন। বক্তৃতা কালে তাঁরা অনেকেই এই মেশিনে ভোট গ্রহণ ত্রুটিমুক্ত নয় বলে পুরনো ব্যালটে ভোট হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ইভিএমে ভোট হলে কারচুপির সুযোগ থকে এবং তাতে সুবিধে হয় শাসক দলের।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইভিএমে ভোট গ্রহণ পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন এবং সভা শেষে এ ব্যাপারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলার জন্য চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। কমিটির সদস্যরা এখনও বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে যাননি কমিশনে। এরপরই নির্বাচন কমিশনার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন ব্যালট ভোট ফিরিয়ে আনার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। সুতরাং ইভিএমেই ভোট হবে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দেন ইভিএমে ভোট হলে কারচুপির কোনও সম্ভাবনা একেবারেই নেই। এটা প্রমাণিত। তবে যান্ত্রিক কারণে ভোটের মেশিন খারাপ হতেই পারে, এবং তা যাতে সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লেস করে দেওয়া হয় তার ওপর বিশেষ নজর থাকে। তিনি জানান, ইভিএমের স্বচ্ছতা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা কিন্তু গলদ ধরা যায়নি। সুতরাং ইভিএমের বিকল্প ব্যালটে ভোট করার দাবি একেবারে অবান্তর।

কমিশন সূত্রে বলা হয়েছে, ইভিএম ভালভাবে পরীক্ষা করেই ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে । তাছাড়া রিজার্ভ মেশিনও যথেষ্ট সংখ্যায় থাকবে। থাকবেন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা।

স্কুলের বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা অবমাননার গুরুতর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ জানুয়ারি– প্রজাতন্ত্র দিবসের ৪৮ ঘণ্টা পরও তালাবন্ধ স্কুলে জাতীয় পতাকা পতপত করে উড়ছে. তা দেখে একপ্রকার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এলাকার মানুষ। পরে প্রধানশিক্ষককে ফোন করে ডেকে নামানো হয় জাতীয় পতাকা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের শালিগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শনিবার ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে অন্যান্য স্কুলের মতোই শালিগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা তোলা হয়। অনুষ্ঠানের পর স্কুল ছুটি হয়ে যায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা সবাই একে একে চলে যান। ক্লাসরুম, অফিসঘর সহ তালা চাবি পড়ে যায় মেন গেটেও। তারপর আর কেউ ফিরে তাকায়নি জাতীয় পতাকার দিকে। সকলের ছুটি হলেও তার ছুটি হল না। সূর্যাস্তের আগে জাতীয় পতাকা নামিয়ে নিতে হয় একথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, মানুষ তৈরির কারিগর যাঁদের বলা হয়, তাঁদের কাছ থেকে কি শিক্ষা পাবে পড়ুয়ারা। প্রধানশিক্ষক হেমন্ত পাঁজা অবশ্য সাফাই দিয়ে বলেন, অর্ধনমিত করে রাখা হয়। তবে কখন কেন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়-- এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

মা উড়ালপুল থেকে পড়ে যুবকের রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি– সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ মা উড়ালপুল থেকে এক ব্যক্তি নিচে পড়ে যান। তড়িঘড়ি গাড়ি থামিয়ে ওই যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পৌঁছায় প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ। যদিও ওই যুবককে বাঁচানো যায়নি। কিভাবে ওই যুবক মা উড়ালপুল থেকে নিচে পড়ে গেলেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশের প্রথমিক অনুমান, যুবকটি আত্মহত্যা করতে পারেন। তবে তাকে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল কিনা তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এতটা উঁচু থেকে পড়ার ফলে যুবকটির মাথা থেঁতলে গিয়েছিল। ভেঙে গিয়েছিল শরীরের বিভিন্ন অংশের হাড়ও।

পরীক্ষায় জেলাশাসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি– রাজ্যের সব জেলাশাসক মঙ্গলবার ও বুধবার পরীক্ষায় বসছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তবে এখানে পরীক্ষক নন। এখানে পরীক্ষা নেবে নির্বাচন কমিশন। সে কারণে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে জেলাশাসকদের মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হয়েছে, নিতে হয়েছে ট্রেনিংও। পরীক্ষা শেষে মিলবে সার্টিফিকেট। স্বাভাবিকভাবে জেলাশাসকদের মধ্যে এই পরীক্ষা নিয়ে কৌতুহল কোন অংশে কম নয়। লোকসভা নির্বাচন পরিচালনার সমগ্র বিষয়টিতে কে কতখানি দক্ষতা অর্জন করলেন তা জেনে নিতেই এই পরীক্ষার আয়োজন। কারণ জেলাশাসকরাই থাকবেন লোকসভা নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে। সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র জেলাশাসকদের অজানা নয়। যেমন মনোনয়ন পত্রে কোন কোন জিনিসগুলি খুঁটিয়ে দেখা জরুরি। প্রার্থীরা হলফনামায় যা দেবেন তা সঠিক কিনা এই সব প্রশ্নমালাকে সামনে রেখে মঙ্গলবার ও বুধবার নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা জেলা শাসকদের দক্ষতা বুঝে নিচ্ছেন। তবে কোথাও কোন সমস্যা হলে তারও দিক নির্দেশ করা হচ্ছে কমিশনের তরফে।

সুন্দরবন উন্নয়ন নিকেতনের উদ্যোগে সুন্দরবন উৎসব মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে। উৎসব চলবে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন উৎসবে উপস্থিত থাকছেন রাজ্যের বহু বিশিষ্ট মানুষ। বক্তব্য রাখছেন সুন্দরবন উৎসবের সভাপতি ফিরোজ হোসেন।

কৃষকদের হাতে ভর্তুকিযুক্ত পাওয়ার টিলার প্রদান

নিজস্ব সংবাদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৮ জানুয়ারি- কৃষকদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার ভর্তুকি যুক্ত নানা সরঞ্জাম প্রদান করে চলেছেন। সোমবার মহিষাদল ব্লকের দুই কৃষকের হাতে ভর্তুকি যুক্ত পাওয়ার ট্রেলার তুলে দেওয়া হয়। ২০১৮-১৯ সালে আবেদনের ভিত্তিতে সোমবার মহিষাদল ব্লক কৃষি দপ্তর থেকে ব্লকের দুই কৃষক, লক্ষ্যা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাকুন্ডুর ভক্তিপ্রসাদ দাস ও লক্ষ্যা-২ গ্রামপঞ্চায়েতের কালিকাকুন্ডুর বিশ্বজিৎ মাজী হাতে ভর্তুকি যুক্ত পাওয়ার ট্রেলার তুলে দেওয়া হয়। তুলে দেন মহিষাদল ব্লক কৃষি আধিকারিক কাজলকৃষ্ণ বর্মন, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তিলক চক্রবর্তী, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আমেদ আলি সহ অন্যান্যরা। মহিষাদল ব্লক কৃষি আধিকারিক কজালকৃষ্ণ বর্মন জানান, ভর্তুকি যুক্ত কৃষি সরঞ্জাম নেওয়ার জন্য মহিষাদল ব্লকের লক্ষ্যা-২ গ্রামপঞ্চায়েতের কালিকাকুন্ডুর দুজন কৃষক ২০১৮-১৯ বর্ষে আবেদন জানিয়েছিলেন। তাদের হাতে সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। পাওয়ার ট্রেলারের দাম ১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। সরকারি ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে ৭৫ হাজার টাকা। রবি চাষের আগে কৃষকরা পাওয়ার ট্রেলার পাওয়ায় খুশি দুই কৃষক।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড

(CIN : L45201WB1996PLC077451)

রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩

ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com ইমেল : info@dynamicarchistructures.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(কোটি টাকায় ইপিএস ব্যতীত)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস/চলতি বর্ষ সমাপ্ত ৩১.১২.২০১৮	সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত চলতি সময়ের অর্থাঙ্ক ৩১.১২.২০১৮	পূর্ব বর্ষের অনুরূপ সমাপ্ত তিন মাস ৩১.১২.২০১৭
১.	মোট আয় কারবার থেকে	০.৩৮	১.৩০	০.২৩
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব #)	০.২৮	১.১৬	০.৩৬
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	০.২৮	১.১৬	০.৩৬
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	০.২৮	১.১৬	০.৩৬
৫.	মোট সামগ্রিক আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	০.২৮	১.১৬	০.৩৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্ষের ব্যালেন্সসিট অনুযায়ী	১৪.৭০	১৪.৭০	১৪.০১
৮.	আয় শেয়ার পিছু (প্রতিটি ১০ টাকা) (চালু এবং বন্ধের সময়ের জন্য)			
	ক মূল	০.৫৬	২.৩২	০.৭২
	খ মিশ্র	০.৫৬	২.৩২	০.৭২

দ্রষ্টব্য :

ক. উল্লিখিত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সংযুক্ত হয়েছে। তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com থেকে পাওয়া যাবে।

খ. #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা সমন্বিত হয়েছে লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে এএস রুল অনুযায়ী।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড'এর পক্ষে

স্বা/-

দানমল পরওয়াল

চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর

DIN : 00581351

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ২৮-০১-২০১৯